মেহেরপুরে জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মেহেরপুর জেলা মহিলা দলের উদ্যোগে এক বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেল ৫টায় শহীদ ড. সামসুজ্জোহা পার্কে এ সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

সমাবেশে জেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক লাইলা আরজুমান বানুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন, জেলা বিএনপি’র সভাপতি আলহাজ্ব জাভেদ মাসুদ মিল্টন। তিনি বলেন, “নারীর ক্ষমতায়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মহিলা দল অতীতে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, ভবিষ্যতেও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।”

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। তিনি বলেন, “আজকের এই দিনে আমরা প্রতিজ্ঞা করি, দেশের চলমান সংকট মোকাবিলায় মহিলা দলকে আরও ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী করতে হবে।”

এছাড়া সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক আখেরুজ্জামান, ওমর ফারুক লিটন, আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ইলিয়াস হোসেন, আলমগীর খান ছাতু, আনসারুল হক, হাফিজুর রহমান হাফি, আবু সালেহ নাসিম, খাইরুল বাশার, জাকির হোসেন, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু, সদস্য সচিব শহিদুল ইসলাম, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব এ. বাঁকাবিল্লাহ, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওসার আলি, জেলা মহিলা দলের সহ-সভাপতি নাজমা খন্দকার, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক নাজমুন নাহার রিনা প্রমুখ।

জেলা মহিলা দলের সহ-সভাপতি সাবিহা সুলতানার সঞ্চালনায় সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন, সদর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ ও সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’ সভাপতি আমিরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক হাজী মশিউর রহমান, গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল বিশ্বাস, পৌর বিএনপি’র সভাপতি আব্দুল লতিফ

বিশ্বাস ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, গাংনী পৌর বিএনপি’র সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা, গাংনী উপজেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক খালেদা ইয়াসমিনসহ মহিলা দল ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের অসংখ্য নেতাকর্মী।

দর্শনায় পৃথকভাবে বিএনপি’র ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

দর্শনায় পৃথকভাবে বিএনপি’র ৪৭ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদি দল বিএনপি’র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গতকাল বুধবার দর্শনা থানা বিএনপি ও পৌর বিএনপি শহরে পৃথক পৃথক শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা করেছে।

ঐদিন বিকাল সাড়ে ৪ টার দিকে দর্শনা থানা বিএনপি’র সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সাবেক চেয়ারম্যান জনাব খাজা আবুল হাসনাত ও থানা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান জনাব আহাম্মদ আলির নেতৃত্বে বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল শহরে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করে। তারপর পরই দর্শনা সরকারি কলেজের সাবেক জি এস ও পৌর সমন্বয়ক এনামুল হক শাহ মুকুল, সমন্বয়ক ইকবাল হোসেন ও প্রবিন বিএনপি নেতা মোঃ আঃ মালেক মন্ডলের নেতৃত্বে শহরে শোভাযাত্রা বের করেন।

এরপর দর্শনা পৌরসভার সাবেক মেয়র জনাব মহিদুল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা হাফিজুল ইসলাম, দর্শনা সি এন্ড এফ এসোসিয়েশনের সভাপতি সাবেক বিএনপি সভাপতি হাজী খন্দকার শওকত আলি, দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক আলহাজ্জ মোঃ মশিউর রহমান, সাবেক সভাপতি মাহাবুব আলম খোকন, সাবেক সেক্রেটারি মহিদুল ইসলাম, সমন্বয়ক রেজাউল ইসলাম, নাসির উদ্দিন খেদু, আজিজুল হক, যুবদল নেতা জালাল উদ্দিন, ব্রাইট সহ যুবদল, ছাত্রদল নেতাদের নেতৃত্বে দর্শনা রেলবন্দর চত্বরে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, পৌর বিএনপি’র সাবেক সদস্য রবিউল ইসলাম রবি, তিন নম্বর ওয়ার্ড

বিএনপি’র সাবেক সভাপতি তোফাজ্জল হোসেন, তিন নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি’র সাবেক সিনিয়র জয়েল সেক্রেটারি বাবু, সাবেক কাউন্সিলর সাইফুল ইসলাম মুকুল, বিএনপি নেতা মজিবর রহমান, আলমগীর, রাজ্জাক, তুফন, নাসির, জলিল, আজগর আলী, আরিফ মাস্টার, আলম, দুলু, সাইফুল, ফারুক, রবিউল, বদর আলম চৌধুরী, সাহাবুল, সোনা,আমিরুল, কাসেম, নাসির, কামাল, দর্শনা থানা মৎস্যচিবী দলের সাধারণ সম্পাদক শরীফ, দর্শনা পৌর মৎস্যচিবি দলের সাধারণ সম্পাদক শাহিন, থানা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ন আহবায় টুটুল শাহ, পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক অপু সুলতান, জেলা যুবদলের সদস্য রহিন, যুবদল নেতা কুটি, ছমির, মাসুদ, চঞ্চল, সোহেল, শামিম, স্বপন, আনু, কামাল, রানা, দর্শনা পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক সানোয়ার হোসেন, দর্শনা থানা ছাত্রদলের ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক রেয়াল ইসলাম লিওন, দর্শনা পৌর ছাত্রদলের সদস্য সচিব আল মামুন, ছাত্রনেতা সবুজ, রুবেল, নাফিজ, লিওন, মানিক, সোহাগ, শরীফ, শামীম, জুবায়ের, নাসিম।

পরে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা দর্শনা পৌর শহর ঘুরে দর্শনা বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে শেষ হয়। বেশ আনন্দঘন পরিবেশের মধ্যে দিয়ে দিবসটি পালন করেছে দর্শনা পৌর বিএনপি।

ঝিনাইদহে বর্ণাঢ্য আয়োজনে বিএনপি’র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

বর্ণাঢ্য আয়োজনে ঝিনাইদহে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র ৪৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে।

এ উপলক্ষে আজ সোমবার বেলা ১১টায় শহরের উজির আলী স্কুল এন্ড কলেজ মাঠ থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেন, জেলা বিএনপি’র সভাপতি অ্যাডভোকেট এম এ মজিদ। শোভাযাত্রাটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার চত্বর সংলগ্ন স্বাধীন চত্বরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এর আগে জেলা সদরের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে নেতা-কর্মীরা শ্লোগানে শ্লোগানে মিছিল নিয়ে শহরের চতুর্দিক থেকে এসে একই জায়গায় জড়ো হয়। পরে জেলা বিএনপি’র সভাপতির নেতৃত্বে শোভাযাত্রা বের করা হয়। এসময় বক্তব্য রাখেন, জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, সহ-সভাপতি মুন্সি কামাল আজাদ পান্নু, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মজিদ বিশ্বাস প্রমুখ।
এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র যুগ্ম সম্পাদক এম শাহজাহান আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক সাজেদুর রহমান পাপ্পু,

জেলা যুবদলের সভাপতি আহসান হাবীব রনক, সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম পিন্টু, মহিলা দলের সভাপতি অধ্যক্ষ কামরুন্নাহার লিজি, সাধারণ সম্পাদক তহুরা খাতুন, ছাত্রদলের সভাপতি এসএম সমিনুজ্জামান সমিন, সাধারণ সম্পাদক মুশফিকুর রহমান মানিক, সদর উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল আলমসহ বিএনপি’র বিভিন্ন অঙ্গগসংগঠনের নেতা-কর্মীরা।

বক্তারা বলেন, নির্বাচন নিয়ে কোন প্রকার ষড়যন্ত্র হলে তার জবাব রাজপথেই দেওয়ার হুশিয়ারি দেন। আগামী নির্বাচনে বিএনপিকে রাষ্টক্ষমতায় আনতে সকল নেতাকর্মীকে যার যার অবস্থান থেকে কাজ করার আহ্বান জানান।

কোটচাঁদপুরে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৫ পালন

অভয়াশ্রম গড়ে তুলি”দেশি মাছে দেশ ভরি”এই প্রতিপাদ্য কে সামনে রেখে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৫ উৎযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে।

উপজেলা প্রশাসন ও সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়ের আয়োজনে আজ সোমবার সকালে বলুহর কেন্দ্রীয় মৎস্য হ্যাচারি কমপ্লেক্স চত্বর থেকে একটি র্যালী বের হয়ে বলুহর বাওড়ে গিয়ে মাছের পোনা অবমুক্ত করেন পরে হ্যাচারি কমপ্লেক্সের ট্রেনিং সেন্টারে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ করা হয় ।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার কাজী আনিসুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক,জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা তাজুল ইসলাম, মৎস্য হ্যাচারি কমপ্লেক্সের প্রশিক্ষক কর্মকর্তা সঞ্জয় কুমার, উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা দ্বীন ইসলাম,কৃষি অফিসার জাহিদ হোসেন, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জহিরুল ইসলাম, জনস্বাস্থ প্রকৌশলী জিল্লুর রহমান, মাধ্যমিক একাডেমিক সুপারভাইজার ফারুক হোসেন, কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রেসক্লাব সভাপতি মঈন উদ্দিন খান, সাধারণ সম্পাদ আব্দুল্লাহ বাশার, বৈষম্য ছাত্র আন্দোলনের হৃদয় আহসান, সাংবাদিক আবুল হাসান, রোকনুজ্জামান প্রমুখ।

সে সময় স্হানীয় পর্যায়ে সফল মৎস্য চাষি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের ৩ জন কে ক্রেস্ট দেওয়া হয় ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়।
অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন তথ্য কর্মকর্তা তানিয়া সুলতানা।

এ সময় মৎস্য চাষী, বাওড় ইজারাদার, উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা কর্মচারীসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনায় আনন্দ-উৎসবের মধ্য দিয়ে জন্মাষ্টমী পালন

দর্শনায় আনন্দ-উৎসবের মধ্য দিয়ে জন্মাষ্টমী পালন। গতকাল শনিবার দুপুর ১২ টার দিকে দর্শনা বাস স্ট্যান্ড চত্বর থেকে এই আনন্দ শোভাযাত্রা বের করা হয়। শুভ জন্মাষ্টমী সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের আরাধ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন এবং ধর্ম রক্ষার্থে মহাবতার রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

সেই উপলক্ষে প্রতিবছরের মতো এবারও শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষে পালন করা হয় জন্মাষ্টমী। এরই ধারাবাহিকতায় চুয়াডাঙ্গা জেলার আয়োজনে দর্শনা পুরাতন বাজার দূর্গা মন্দিরের সভাপতি উত্তম কুমার রন্জনের নেতৃত্বে সনাতন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায় আনন্দ-উৎসবের মধ্য দিয়ে জন্মাষ্টমী পালন করেছে।

প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে দ্বাপর যুগে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে মহাবতার শ্রীকৃষ্ণ ধরাধামে আবির্ভূত হন। অত্যাচারী ও অসুরদের বিরুদ্ধে শান্তিপ্রিয় সাধুজনের রক্ষার লক্ষ্যে তিনি মথুরার কংসের কারাগারে জন্মগ্রহণ করেন। শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমনে তিনি ব্রতী ছিলেন। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ তাই ভগবানের আসনে অধিষ্ঠিত। অবতার হয়ে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম নিয়েছিলেন মাতা দেবকীর গর্ভে।

দর্শনা পুরাতন বাজার শ্রী শ্রী দূর্গা মন্দির থেকে জন্মাষ্টমী উৎসব উপলক্ষে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পুনরায় মন্দিরে এসে শেষ হয়।

র্যালিতে দর্শনার বিভিন্ন মন্দির ও এলাকা থেকে ভক্তবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া অনুষ্ঠানসূচির মধ্যে প্রসাদ বিতরণ ও ধর্মীয় আলোচনা ছিল। এই সময় উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সদস্য সচিব বিজয় হালদার জেলা হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার যুগ্ম সম্পাদক সাংবাদিক নারায়ণ ভৌমিক দেবোতোষ বিশ্বাস দর্শনা হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অনন্ত সানতারা, পুরাতন বাজার মন্দির কমিটির উপদেষ্টা ডাক্তার দুলাল চন্দ্র দে, অবনি মোহন সান্তারা, শৈলেন শান্তারা, কাজল সাহা, পরিমল, আশুতোষ, নকুল, প্রণয় শোভন দাস, অরুণ হালদার,অসিম, সুজন হালদার, স্বপন, নিরঞ্জন, মিঠুনসহ আরো অনেক কৃষ্ণ ভক্তবৃন্দ।

বিভিন্ন দাবিতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন

ঝিনাইদহ জেলা শহরে রেল সংযোগ, মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

শনিবার সকালে শহরের পায়রা চত্বরে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে রেল

লাইনম মেডিকেল কলেজ বাস্তবায়ন কমিটি। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে সংগঠনটির নেতৃবৃন্দ ছাড়াও, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ব্যবসায়ীরা অংশ নেয়।

মানববন্ধন শেষে এক সমাবেশে, ঝিনাইদহ জেলা জজ আদালতের পিপি এ্যাড এস এম মশিয়ূর রহমান, দৈনিক নবচিত্র পত্রিকার সম্পাদ এ্যাড আলাউদ্দীন আজাদ, জেলা বিএনপি’র সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মজিদ বিশ্বাস, মানবাধিকার কর্মী আমিনুর রহমান টুকু, এন এম শাহজালাল, সাবেক কমিশনার মাহবুবুর রহমান শেখর, দোকান মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদ মনিরুজ্জামান খান মিঠু, মাওলানা মুফতি আরিফ বিল্লাহ, মাওলানা মমতাজুল করিম, কামরুজ্জামান পিন্টু ও এ্যাড মনিরুল ইসলাম মিল্টনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ঝিনাইদহবাসীর বহু দিনের স্বপ্ন রেললাইন, মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। এসব স্থাপনা হলে শুধু জেলার মানুষ নয়, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে। তাছাড়া এসব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অনেক সহযোগী প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

বক্তাদের দাবি, অবিলম্বে এ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। নইলে আন্দোলন আরও তীব্র আকারে ছড়িয়ে দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তারা। মানববন্ধন শেষে রেল লাইন, মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবিতে মিছিল বের হয়।

ঝিনাইদহে আনন্দ-উৎসবের মধ্য দিয়ে জন্মাষ্টমী পালন

আজ ১৬ আগস্ট শনিবার শুভ জন্মাষ্টমী। সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের আরাধ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন এবং ধর্ম রক্ষার্থে মহাবতার রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

সেই উপলক্ষে প্রতিবছরের মতো এবারও শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষে পালন করা হয় জন্মাষ্টমী। এরই ধারাবাহিকতায় ঝিনাইদহের সনাতন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায় আনন্দ-উৎসবের মধ্য দিয়ে জন্মাষ্টমী পালন করেছে।

প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে দ্বাপর যুগে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে মহাবতার শ্রীকৃষ্ণ ধরাধামে আবির্ভূত হন। অত্যাচারী ও অসুরদের বিরুদ্ধে শান্তিপ্রিয় সাধুজনের রক্ষার লক্ষ্যে তিনি মথুরার কংসের কারাগারে জন্মগ্রহণ করেন।

শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমনে তিনি ব্রতী ছিলেন। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ তাই ভগবানের আসনে অধিষ্ঠিত। অবতার হয়ে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম নিয়েছিলেন মাতা দেবকীর গর্ভে।

ঝিনাইদহে শ্রী শ্রী মদন মোহন মন্দির থেকে জন্মাষ্টমী উৎসব উপলক্ষে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পুনরায় মন্দিরে এসে শেষ হয়।

র্যালিতে ঝিনাইদহের বিভিন্ন মন্দির ও এলাকা থেকে ভক্তবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া অনুষ্ঠানসূচির মধ্যে প্রসাদ বিতরণ ও ধর্মীয় আলোচনা ছিল।

শ্রী শ্রী মদন মোহন মন্দিরের সভাপতি অলোক কুণ্ডু ও সাধারণ সম্পাদক সুশান্ত সরকার জানা, প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রেখে আমরা জন্মাষ্টমীর র্যালি সম্পন্ন করেছি।

দামুড়হুদায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস পালন

দামুড়হুদায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে র্যালি, আলোচনা সভা, যুব ঋণের চেক, সনদপত্র ও গাছের চারা বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল ১০টায় “প্রযুক্তি নির্ভর যুবশক্তি, বহুপাক্ষিক

অংশীদারিত্বে অগ্রগতি” এই স্লোগানকে সামনে রেখে উপজেলা প্রশাসন ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, দামুড়হুদার যৌথ উদ্যোগে প্রথমে উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে র্যালি বের হয়। র্যালি শেষে উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে আলোচনা সভা, যুব ঋণের চেক, সনদপত্র ও গাছের চারা বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা নাজমুল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন উপজেলা মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা আশরাফুল আলম। গীতা পাঠ করেন নারায়ণ চন্দ্র দাস।

এবারের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উদ্যোগে উপজেলার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সফল আত্মকর্মী যুবক ও যুবতী মোট ১৭ জনের মাঝে ২৯ লক্ষ টাকার যুব ঋণের চেক, সনদপত্র ও গাছের চারা বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শারমিন আক্তার, দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি শামসুজোহা পলাশ, সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা রেজাউল করিম, মশিউর রহমান, শারমিন নাহার, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতিনিধি রাশেদ অনিক, সফল আত্মকর্মী রোজিনা খাতুন, রিয়াজুল ইসলামসহ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ।

গাংনীর সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজে জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস পালন

মেহেরপুরের গাংনীর সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজে জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে কলেজ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজের অধ্যক্ষ হাবিবুর রহমান এবং সঞ্চালনা করেন সিনিয়র শিক্ষক সাইফুর রহমান মিলন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সন্ধানী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আবু জাফর।

সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের সহকারী অধ্যাপক রফিকুল আলম বকুল এবং কলেজের উপাধ্যক্ষ রাজু আহমেদ।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন কলেজের শিক্ষক মনিরুল ইসলাম, মিজানুর রহমান, নুরুন্নাহার খাতুন এবং শিক্ষার্থী এশা মনি।

অনুষ্ঠানে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নিহত শিক্ষার্থীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন শিক্ষক খলিলুর রহমান।

বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবসের প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং শিক্ষার্থীদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে দেশের কল্যাণে কাজ করার আহ্বান জানান।

মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস পালন

৩৬ জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে গণঅভ্যুত্থানে নিহত সকল শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে আলোচনা সভা ও দোয়ার আয়োজন করেছে মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

এর আগে মেহেরপুর কলেজ মোড়ে শহীদ স্মৃতিসৌধে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নেতৃত্বে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১১টায় মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের একান্ত সচিব ড. তারিক আজিজের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ড. শেখ বখতিয়ার উদ্দীন।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ ও হিসাব

বিভাগের পরিচালক শেখ মোস্তাক আলী।

প্রফেসর ড. বখতিয়ার উদ্দীন তার বক্তব্যে জুলাই বিপ্লবের পটভূমি ও ঘটনাপ্রবাহ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, জুলাই বিপ্লবের মূল আকাঙ্ক্ষা ছিল একটি বৈষম্যহীন বাংলাদেশ যেখানে মানুষ মানুষকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করবে, এবং অফিস-আদালতসহ সমাজের প্রতিটি স্তরে মানুষ তার ন্যায্য অধিকার ফিরে পাবে।

তিনি আরও বলেন, ৩৬ জুলাই যেমন আনন্দের, তেমনি বেদনার দিনও বটে। শুরুতে এই আন্দোলন ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সার্বজনীন পেনশন স্কিমকে কেন্দ্র করে। পরে এটি ছড়িয়ে পড়ে ছাত্রদের কোটা ও অন্যান্য যৌক্তিক দাবির মধ্য দিয়ে। এ আন্দোলন ছিল না কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা দলের এটি ছিল ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবকসহ সব শ্রেণিপেশার মানুষের যৌথ প্রয়াস।

তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমাদের প্রত্যাশা ছিল, ছাত্ররা কোনো দলের বা গোষ্ঠীর লেজুড়বৃত্তি না করে নিজেদের স্বাধীন চেতনায় দেশের কল্যাণে কাজ করবে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, সে প্রত্যাশা আজও পূরণ হয়নি।

তিনি বলেন, ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান একদিন এগিয়ে আনার মধ্য দিয়ে আন্দোলনটি আশীর্বাদে পরিণত হয়েছিল। কোনো অবস্থাতেই সরকারের বর্বরতা সমর্থনযোগ্য নয়—সে সময় সকল শ্রেণিপেশার মানুষের অংশগ্রহণই ছিল তার প্রমাণ।

তিনি গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সেই সঙ্গে তিনি সকল প্রকার বৈষম্য, অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজকে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।

আলোচনা সভা শেষে জুলাই বিপ্লবে নিহতদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তাদের রুহের মাগফিরাত কামনা এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য লাভের জন্য দোয়া করা হয়।